পুনরুত্থান দিনের অর্থ

মথি লিখিত সুসমাচার ২৮ অধ্যায় ১-১০ পদ

আজকের দিনকে পুনরুত্থানের রবিবার বলা হয়। কিন্তু এই দিনের প্রকৃত অর্থ আমরা ভুলে গেছি এবং এর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়কে জোর দিতে শুরু করেছি। ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে আজকের এই দিনে বড়দিনে সান্তা ক্লজের (ক্রিস্‌মাস ফাদার) কাছ থেকে উপহার পাবার ন্যায় খরগোসের *(Easter Bunny)* মাধ্যমে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা ডিম পাবার কথা মনে করে। আর বড়দের কাছে নতুন জামা-কাপড় বা ভালো খাবারের কথা মনে হয়। তাই, এই দিনের প্রকৃত অর্থ আমাদের জানা প্রয়োজন। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, আমাদের সন্তানরা শূণ্য কবরকে ডিমের সঙ্গে বা খ্রীস্টের ক্রুশকে খরগোসের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলে।

১। পুনরুত্থান দিনের অর্থ খ্রীস্টই প্রভু (৬ পদ):- প্রভুর যে দূত যীশুর কবরের মুখ থেকে পাথরখানি সরিয়ে দিয়েছিল (২ পদ), তিনি সেই স্ত্রীলোকদের বলেছিলেন, ''যীশু এখানে নেই; কারণ তিনি উঠিয়াছেন'' (৬ পদ)। হ্যাঁ, পুনরুত্থান হল যীশুর মৃত্যুকে জয় করে পুনরায় জীবিত হবার দিন। এর অর্থ হল যীশুই প্রভু; জীবন, মৃত্যু ও পরিত্রাণের উপর কেবল তিনিই কর্ত্তৃত্বের অধিকারী।

বাইবেল তাই যীশুর দেহিক পুনরুত্থানের গুরুত্বকে এতো জোর দেয়। ১ম করিন্থিয় পত্রে পৌল যীশুকে ব্যক্তিগত প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে যীশুর পুনরুত্থানকে নির্দেশ করেছে; এবং এর প্রমাণ হিসাবে এই ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষীদের নামের তালিকা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন (১ করি ১৫:৫-৮)। তাঁর শূণ্য কবর দেখে যীশুর শিষ্যরা যীশুর প্রভুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিল, কারণ ***"তিনি পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতদের পুনরুত্থান দ্বারা সপারক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলে নির্দিষ্ট"*** (রোমীয় ১:৪)। যীশুর দেহ যদি অরিমাথিয়ার যোষেফের (যোহন ১৯:৩৮) নতুন কবরে পড়ে থাকত, তাহলে যীশু একজন ভাববাদী বা মহাপুরুষ বা গুরুর থেকে বেশি কিছু হতে পারতেন না; আমাদের পরিত্রাতা ও প্রভু হতে পারতেন না। তিনি যদি নিজে মৃত্যুকে জয় করতে ব্যর্থ হতেন, তাহলে আমাদের প্রতি সেই প্রতীজ্ঞার কোনও মূল্য থাকত না ***"যে কেউ আমার কথা শোনে, ও যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে, এবং বিচারে আনীত হয় না; কিন্তু সে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে"*** (যোহন ৫:২৪)।

যীশু যখন ক্রুশের উপর ছিলেন, তখন লোকেরা তাঁকে বিদ্রুপ করে এমন কথা বলেছিল, ''***ও অন্যদের রক্ষা করত, ও যদি ঈশ্বরের সেই খ্রীস্ট, তাঁর মনোনীত হয়, নিজেকে রক্ষা করুক***'' (লুক ২৩:৩৫); কিংবা তাঁর বাঁ-দিকের দস্যু তাঁকে বলেছিল, ''***তুমি না-কি সেই খ্রীস্ট? নিজেকে ও আমাদের রক্ষা কর***'' (লুক ২৩:৩৯-৪০)। যীশু যদিও সেদিন তাদের কথা শুনে ক্রুশ থেকে নেমে এসে নিজেকে ঈশ্বরের খ্রীস্ট হিসাবে প্রমাণিত করেননি (তাহলে আমরা কেউ রক্ষা পেতাম না); কিন্তু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি আমাদের পরিবর্তে মরেছেন, কবর প্রাপ্ত হয়েছেন; এবং আমাদের পা থেকে উদ্ধার করে অনন্তজীবন দিতে তিনি নিজে পুনরায় জীবিত হয়েছেন; এইভাবেই তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে ও আমাদের প্রভু হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এর আগে, ইহুদী নেতারা যখন তাঁর কাছে আকাশ থেকে কোনও চিহ্নের আকাঙ্ক্ষা করেছিল, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন, ***"এই কালের লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোনও চিহ্ন তাদের দেওয়া যাবে না"*** (মথি ১৬:৪)। খ্রীস্ট পিতার ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর তিনদিন পর জীবিত হয়ে নিজের প্রভুত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আপনি পছন্দ করুন, বা না-করুন, তিনি এই বিশ্ব-ব্রম্ভাণ্ডের প্রভু, তিনি তাঁর পুনরুত্থানের দ্বারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এখন, প্রশ্ন আমরা কি তাঁর প্রভুত্বকে স্বীকার করি, না অস্বীকার করি? এই উত্তরের পরিণাম আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

২। পুনরুত্থান দিনের অর্থ বিশ্বাসীদের গুরুত্ব (৭, ১০ পদ):- আজ থেকে ২,০০০ ব?সর আগে যীশু

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মৃত্যুকে জয় করে পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন; ভালো কথা, কিন্তু তার সঙ্গে এই একবিংশ শতাবদীতে বসবাসকারী আমার সম্পর্ক কী? ৭ পদে সেই দূত স্ত্রীলোকদের বলেছিল, ''*তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন;*'' আবার ১০ পদে স্বয়ং পুনরুত্থিত যীশু তাদের দেখা দিয়ে বলেছেন, *''তোমরা যাও আমার ভাইদের সংবাদ দাও, যেন তারা গালীলে যায়; সেখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে।''* বিশ্বাসী আমরা কেবল এই কথা জেনে সন্তুষ্ট থাকব না যে, যীশু মৃত্যুকে জয় করে পুনরায় জীবিত হবার দ্বারা ঈশ্বর পুত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন; একই সঙ্গে মনে রাখব ও নিশ্চিত হব যে, আমাদের পুনরুত্থানও তাঁর পুনরুত্থানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ, পুনরুত্থান সংক্রান্ত বিষয়ে *''খ্রীস্ট আমাদের অগ্রিমাংশ''*(১ করি ১৫:২৩)।

খ্রীস্ট এসেছিলেন, *''যেন বিশ্বাসী আমরা জীবন পাই ও জীবনের উপচয় পাই''* (যোহন ১০:১০)। তিনি যে জীবন আমাদের দিতে এসেছিলেন, তা ঈশ্বরের সঙ্গে শাশ্বত সংযুক্ত থাকার জীবন এবং সেই জীবনের পক্ষে তাঁর পুনরুত্থান একাধারে প্রতীজ্ঞা *(Promise)* ও আগামী যোগানের *(Provision)* কাজ করে। এই কারণে, খ্রীস্টকে ব্যক্তিগতভাবে জানার অর্থ, তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত হওয়া (রোমীয় ৬:৪-৫); এবং জীবনের নতুনতায় চলা (কলসীয় ৩:১০-১৭)।

একথা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন বিশ্বাসীদের গুরুত্ব কতোখানি, তা আমরা উপলব্ধি করি। প্রথম আদমের পাপের দ্বারা যখন সমগ্র মানব জাতি পাপে পতিত হয়েছে; তখন শেষ আদম হিসাবে যীশু খ্রীস্ট ঈশ্বরের প্রজাদের সেই পাপ থেকে উদ্ধার করতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে নিজে তাদের পাপের পরিবর্তে মরে ও মৃত্যুকে জয় করে তাদের পুনরায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করেছেন। তাই, আমরা যারা যীশুকে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস ও গ্রহণ করে ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সর্বদা নিজেদের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে মানুষদের কাছে যীশুর কথা বলা। কারণ, *''আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই; আকাশের নিচে, মানুষদের মধ্যে এমন আর কোনও নাম দেওয়া হয়নি, যে নামে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি''* (প্রেরিত ৪:১২)।

আজ বিশ্বাসী আমরা কি আমাদের ব্যক্তিগত পরিত্রাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত? আজ যদি আমাদের মৃত্যু হয়, তাহলে স্বর্গে পিতার কাছে যাবার নিশ্চয়তা কি আমাদের আছে? না-কি, এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন-যাপন করে চলেছি? এখনও কি আমরা আমাদের সৎ জীবন যাপনের দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছি? না-কি, নিজেদের অক্ষমতা ও অসমর্থতা স্বীকার করে, আমাদের পরিবর্তে যীশু যে জীবন যাপন করেছেন ও আমাদের পাপের পরিবর্তে যীশু যে প্রায়শ্চিত্ত কাজ করেছেন, তার কারণে যীশুতে আস্থা স্থাপন করছি? আমরা যদি ব্যক্তিগত পাপ থেকে পরিত্রাণ, তথা মৃত্যুর পর পিতার কাছে যাবার নিশ্চয়তা না লাভ করে থাকি; তাহলে, আজ বৃথাই আমরা যীশুর পুনরুত্থানকে স্মরণ করছি।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কারণ বিশ্বাসী আমরা কেবল নিজেদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। সেদিন যেমন সেই স্ত্রীলোকদের বলা হয়েছিল, তারা যেন, যীশুর শিষ্যদের কাছে যীশুর পুনরুত্থানের কথা পৌঁছে দেয়; ঠিক একইভাবে, আজ বিশ্বাসী আমরাও প্রত্যেকে সেই একই দায়িত্ব লাভ করেছি। আমাদের পরিবারের অন্যান্যরা, আমাদের বন্ধুরা বা সহকর্মীদের কাছে আমরা কী যীশুর পুনরুত্থানের কথা বলেছি? আমরা যখন অবিশ্বাসীদের কাছে যীশুর কথা বলি, তখন কি আমরা তাদের কাছে যীশুর পুনরুত্থানের কথা বলি? না-কি, এ বিষয়ে অবিশ্বাসীদের সন্দেহের কথা চিন্তা করে, যীশুর পুনরুত্থানের কথা আড়াল করি?

খ্রীস্ট বিশ্বাসে এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলিকে অবিশ্বাসীরাও সম্মান করে বা তাদের হৃদয়কে স্পর্শকাতর করে; যেমন, ''ঈশ্বরের প্রেম'' বা ''পাপের ক্ষমা বা অপরাধ থেকে মুক্তি'' বা ''যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু।'' কিন্তু ''যীশুর মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান'' হল তাদের কথা আজব-গল্প, বা সান্তাক্লজের মতো মানুষের তৈরী কাহিনী, বা পৌরানিক কাহিনীর অংশ। কার্ল মার্কস খ্রীস্টবিশ্বাসীদের পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করে বলেছে, **''ধর্ম হল মানুষের**

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

চেতনা নাশকারী মাদকবিশেষ *(opiate)*, **যা তাদের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এবং বর্তমান অমর্যদা ও অন্যায় সহ্য করতে বাধ্য করে, কারণ তা তাদের এমন অবাস্তব পরিকল্পনার** *(pipe dream)* **তথা অস্থায়ী আশায় দেখায় যে একদিন তারা সমস্ত ক্ষতিপূরণ লাভ করবে।**''

কিন্তু খ্রীস্ট বিশ্বাসী আমাদের কাছে যীশুর মৃত্যু হল যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর ন্যায় খ্রীস্টবিশ্বাসের মহান কেন্দ্রীয় সত্য। আপনি পছন্দ করুন বা না-করুন, যীশুর পুনরুত্থান এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। প্রথম শতাব্দীতে পৌল একই প্রকার সন্দেহের মুখোমুখী হয়েছিলেন; আর তাই তিনি ১ করিন্থিয় ১৫ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, যীশু যদি পুনরুত্থিত না হতেন, তাহলে খ্রীস্টধর্ম সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হত না। আমরা একদিকে নিজেদের খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দেব, কিন্তু অন্যদিকে যীশু তথা আমাদের পুনরুত্থান বিষয়ে সন্দেহ রাখব, তা কখনও চলতে পারে না। খ্রীস্ট পুনরুত্থিত এবং প্রেরিত ১৭:৩০-৩১ পদানুসারে আমাদের প্রত্যেককে একদিন তাঁর সামনে বিচারে দাঁড়াতে হবে। তিনি এই পৃথিবীর প্রভু, একথা লোকেরা জানুক বা না-জানুক তিনি তাদের প্রভু। আমরা তাঁর পৃথিবীতে বাস করছি, আমাদেরকে তাঁর নিয়ম স্বীকার করতে হবে। আর শেষ বিচারে, এই সত্যের উপরই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মূল্যায়ন করা হবে। আপনাকে হয় জগতের কথা না-হয় যীশুর কথায় বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু যোহন আমাদের সতর্ক করে লিখেছে, ***"কেউ যদি জগতকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তার হৃদয়ে নেই," "আর জগৎ ও তার অভিলাষ বয়ে যাচ্ছে; কিন্তু যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকাল স্থায়ী"***(১ যোহন ২:১৫, ১৭)।

যীশু পুনরুত্থিত, জীবিত যীশু আজও আপনাকে আমাকে তাঁর আত্মার দ্বারা পরিচালনা দিয়ে চলেছেন। আমরা কেউই নিখুঁতভাবে এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে পারি না। তাই, খ্রীস্ট বলেছিলেন, ***"আমি ঝার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের ডাকতে এসেছি"*** (মথি ৯:১৩)। আমরা কি সেই কথা মানুষদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি? আমরা যেমন আমাদের জীবনে সেই জীবিত যীশুর সাক্ষাত পেয়েছি, তারাও যাতে সেই জীবিত যীশুর সন্ধান পায়, তার জন্য যীশুর পুনরুত্থানের কথা তাদের কাছে বলছি? আসুন, তাদের বলি, যীশু তাদেরকে এই কথা বলছেন, ***"দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, ও আঘাত করছি; কেউ আমার রব শুনে ও দ্বার খুলে দেয়, তবে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, ও তার সঙ্গে ভোজন করব, এবং সেও আমার সঙ্গে ভোজন করবে"*** (প্রকাশিত বাক্য ৩:২০)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com